দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... ...

শিক্ষা কমিশন সমীপে

বাংলাদেশ সরকার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ডঃ মফিজ আহমদ-এর নেতৃত্বে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। আমরা অবশ্যই এ শিক্ষা কমিশনের নিকট হতে সুষ্ঠু বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি আশা করি। যে শিক্ষানীতিতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের মান-মর্যাদা দেয়া হবে।

আমরা দেশের সরকারী কলেজসমূহে এখনো বেশ কিছু-সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ মাষ্টার এমনকি অনার্সসহ মাষ্টার ডিগ্রীধারী প্রদর্শক শিক্ষক রয়েছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণা মোতাবেক ১৯৮৪ সনে নং শাঃ ৭/২-এ ৬৭।৮৩।৮২ শিক্ষা তাং ২১-৫-৮৫ এবং মহাপরিচালকের লেটার নং ২২৫৪।১০৯-সি তাং১০।৪।১৯৮৪ সূত্রে ১৩১ জন প্রদর্শক শিক্ষককে প্রভাষক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অতএব সরকারী অধ্যাদেশ মত আমাদেরও পদোন্নতি হওয়া উচিত। অথচ আমাদের পদোন্নতি হচ্ছে না। এমনকি আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারছি আমাদের নাকি আর পদোন্নতি হবে না। পদোন্নতির জন্যে পুনরায় মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ঘোষণা কিংবা অনুমতি দিতে হবে। আমাদের প্রশ্ন হলো ১৯৮৪ সনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রদর্শক শিক্ষকদের প্রভাষক পদে পদোন্নতির অনুমতি কি একবারের জন্যেই দিয়েছিলেন? রাষ্ট্রপতি অবশ্যই তা দেননি। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। সরকারী কলেজসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল সংখ্যক প্রভাষকের পদ শূন্য রয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির নিয়মে অনার্সসহ মাষ্টার ডিগ্রীধারী প্রদর্শক শিক্ষকদের সরকারী বিধিমত বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে অনায়াসে প্রভাষক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রভাষকের কিছু শূন্যপদ পূরণ সম্ভব। এতে করে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার সমস্যা যেমন মিটবে, তেমনি আমরাও মান-মর্যাদার সাথে পেশা তথা কর্তব্যকর্মে একনিষ্ঠ হতে পারবো।

অনার্সসহ মাষ্টার ডিগ্রীধারী সরকারী কলেজের প্রদর্শক শিক্ষকদের প্রভাষক পদে পদোন্নতির ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের জন্যে শিক্ষা কমিশনসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শফিউল ইসলাম
প্রদর্শক শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ, আব্দুলপুর সরকারী কলেজ, নাটোর।